ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৯৭৭
আগরতলা,২৪ নভেম্বর,২০১৮

সংস্কৃতি বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে একসাথে জুড়ে রাখে : মুখ্যমন্ত্রী

ভারতবর্ষ সংস্কৃতির দেশ। ত্রিপুরা সহ এদেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে যে জিনিসটি একসাথে জুড়ে রাখে তা হলো আমাদের সংস্কৃতি। গতকাল ধলাই জেলার মনু ব্লকের জামিরছড়া এডিসি ভিলেজের জামিরছড়া উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের মাঠে কলই সমাজের ১৫০তম রায় বালমা পানদা-২০১৮ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে একথাগুলি বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য আয়তনে ছোট হলেও এখানকার সংস্কৃতি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এখানে জনজাতিদের ১৯টি জাতিগোষ্ঠী রয়েছে। প্রতিটি জনজাতি গোষ্ঠীর নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতি রয়েছে। রয়েছে তাদের নিজ নিজ 'কাস্টমারি ল'। তিনি বলেন, এই 'কাস্টমারি ল'-গুলি আমাদেরকে সমাজবদ্ধ করে রাখে। এদিনের অনুষ্ঠানে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠন করার শপথ গ্রহণ করায় মুখ্যমন্ত্রী সন্তোষ ব্যক্ত করে বলেন, নতুন সরকার গঠনের পর থেকে ত্রিপুরাকে নেশামুক্ত করার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। তিনি বলেন, কলই সমাজের নেশার বিরুদ্ধে এই শপথ গ্রহণ নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনের দিকে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নেশামুক্ত হলেই মায়েরা, বোনেরা সুরক্ষিত হবে। মা, বোনেরা সুরক্ষিত হলে সমাজও সুরক্ষিত হবে। গড়ে উঠবে নতুন ত্রিপুরা, সমৃদ্ধ ত্রিপুরা। আর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে 'অষ্টলক্ষ্মী' হিসেবে গড়ে তোলার যে দিশা দেখিয়েছেন, পর্যটন, পরিকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আই টি ইত্যাদি ক্ষেত্রকে উন্নয়নের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরাকে সেই দিশায় নিয়ে যাওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করে বলেন যে, ত্রিপুরাবাসীও সরকারের সাথে সেই দিশাতেই কাজ করবে। আর এর মধ্য দিয়েই গড়ে উঠবে মডেল ত্রিপুরা।

কলই সমাজ, কলই এমপ্লয়িজ সোসাইটি, কলই ওমেন সোসাইটি, কলই ইয়ুথ সোসাইটি, কলই কনফেডারেশন-এর উদ্যোগে তিনদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ত্রিপুরা সরকারের উপজাতি কল্যাণ, তথ্য ও সংস্কৃতি, মনু আর ডি ব্লক, পূর্ত, টি এস ই সি এল, পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান, আরক্ষা প্রশাসন ইত্যাদি দপ্তর বিভিন্নভাবে এই মেলাকে সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছে। মেলার বিভিন্ন দিনে অনুষ্ঠিত হয় পূজা, সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মেলা প্রাঙ্গণে পানীয় জল ও স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রদর্শনী স্টলও খোলা হয়। এছাড়াও কলই সমাজের পরম্পরাগতভাবে ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী, পরিধেয় ও অর্নামেন্টস-এরও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিলো। প্রদর্শনী হিসেবে একটি টংঘর তৈরি করা হয়। এই টংঘরে কলই সমাজের জীবনধারার একটি চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলই সমাজের রায় বৈষ্ণব কলই। স্বাগত বক্তব্য রাখেন দার্জিলিং কলই। অনুষ্ঠানে কলই সমাজ ছাড়াও অন্যান্য জনজাতি সমাজের উচ্চ পদাধিকারী, সমাজ অধিপতিরাও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর পত্নী নীতি দেবও উপস্থিত ছিলেন।

*****